Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

রবিবার the ২৫ day of **জুন, ২০২৩**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৪৩৭০/২০১২

গোপাল কৃষ্ণ দাশ Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ, ১৩/১১/২০১৯ খ্রিঃ, ২৭/১১/২০১৯ খ্রিঃ, ২৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ, ১৪/০৯/২০২০ খ্রিঃ, ০২/১১/২০২০ খ্রিঃ, ৩০/১১/২০২০ খ্রিঃ, ৩১/০১২/০২৩ খ্রিঃ, ১৭/০৫/২৩ খ্রিঃ, ১৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ ও ২১/০৩/২০২১ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব বলরাম কান্তি দাশ -------------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)
--------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪৩৭০/২০১২ এর ২২/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩৩ নম্বর আদেশে অত্র মামলাটি অত্রাদালতের ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪২৫২/২০১২, ১১৩৫৫/২০১২ এবং ৩৩০৮/২০১৩ নম্বর এর সঙ্গে Analogous Trial এর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু মামলা চলাবস্থায় ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৪২৫২/২০১২ গত ১৩/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে এবং ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-

১১৩৫৫/২০১২ ও ৩৩০৮/২০১২ গত ০১/০৮/২০২৩ ইং তারিখে খারিজ করা হয়। সুতরাং উক্ত মামলাগুলো বিষয়ে অত্র রায়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

৪৩৭০/২০১২ নং মামলার দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

২) **চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন মৈতলা, উত্তর সমুরা ও উত্তরভূষী মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত ও ১-১২ নং তফসিলোক্ত ৬.১৬$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তির মূল** মালিক ছিলেন বিশম্ভর দে এর পুত্র যোগেন্দ্র মোহন, মহেন্দ্র লাল, সুরেন্দ্র লাল ও চন্দ্র কুমার এবং গোলক চন্দ্র দে এর পুত্র জগবন্ধু দে এবং পিতাম্ভর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী। তাদের নামে আর. এস. খতিয়ান প্রচারিত হয়। উক্ত বিশ্বম্বর দে, গোলক দে এবং পিতাম্বর দে পরস্পর সহোদর ভ্রাতা হয়। যোগেন্দ্র মোহন মরনে কন্যা মঞ্জুরানী চৌধুরী গং তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র হস্তান্তর করে নিঃস্বত্ববান হন। মহেন্দ্র লাল দে মরনে তৎ স্বত্বাংশ ৫ পুত্র অশ্বিনী কুমার দাশ, নলিনী রঞ্জন দাশ, অজিত কুমার দাশ, সুজিত কুমার দাশ ও রনজিত কুমার দাশ প্রাপ্ত হয়। সুরেন্দ্র লাল দে মরনে ৩ পুত্র গৌরাঙ্গ দাশ, নিতাই দাশ ও প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ দাশ ওয়ারিশ থাকে। গৌরাঙ্গ দাশ ও নিতাই দাশ অবিবাহিত মরনে প্রার্থীক ওয়ারীশ হয়। এভাবে প্রার্থীক সুরেন্দ্র লাল দে এর ত্যাজ্যবিত্ত সমুদয় সম্পত্তিতে একককভাবে স্বত্ববান এবং দখলকার হন।

৩) **প্রার্থীকপক্ষের আরো বক্তব্য এই** আর এস রেকর্ডী চন্দ্র কুমার দে মরনে এক পুত্র বিমল দাশ এবং জগবন্ধু দে মরনে ২ পুত্র মনিন্দ্র লাল দাশ ও হিমাংশু বিমল দাশ ওয়ারিশ থাকে। উল্লেখ্য যে, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, চন্দ্র কুমার ও জগবন্ধুর ওয়ারিশগণ তাহাদের দে পদবী ত্যাগ করিয়া দাশ পদবী গ্রহণ করেন। মহেন্দ্র লালের ৫ পুত্র অশ্বিনী কুমার দাশ গং, চন্দ্র কুমারের পুত্র বিমল দাশ এবং জগবন্ধুর পুত্র মনিন্দ্র লাল দাশ ও হিমাংশু বিমল দাশ ভারতবাসী হওয় কালে তফসিলোক্ত সম্পত্তি কাকাতো ভ্রাতা প্রার্থীক এর বরাবর অর্পণ করে যান।

৪) প্রসন্ন কুমারীর মৃত্যুতে তৎ স্বত্বাংশ তৎ স্বামী পিতাম্বর দে এর ভ্রাতা বিশ্বম্বর দে এর পুত্র সুরেন্দ্র লাল এর পুত্র প্রার্থীক ভাবি উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্ত হয়ে তার নামে বি. এস. খতিয়ান হয়। এছাড়া তপশীলোক্ত দাগাদিতে তাহার স্বত্বাংশীয় ভুমি সংক্রান্তে তার নামে বি. এস. জরীপ লিপি হয়। কতেক বি. এস. জরীপে মনিন্দ্র লাল দাশ, হিমাংশু বিমল দাশ, মহেন্দ্র লাল দাশ ও চন্দ্র কুমার এর নামে হাল সাং ভারত প্রদর্শনে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে বি. এস. জরীপ প্রচারিত হয়। প্রার্থীক তপশীলোক্ত সম্পত্তির নাল জমিতে চাষাবাদে পুকুরে মৎস্যাদি জিয়ানে শিকারে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। প্রার্থীক তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে মৌরশী সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার বিধায় তপশীলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেন।

৫) **অত্র মামলার ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য হলো** নালিশী ১-১২ নং তফসিলোক্ত ভূমির আর.এস

রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১১৪৭/৭৬-৭৭, ১১৪১/৭৬-৭৭, ১১৪৪/৭৬-৭৭, ১১৪৫/৭৬-৭৭, ০১/৭৭-৭৮, ৫৩/৭৪-৭৫, ১১০৯/৭৬-৭৭, ১১৩২/৭৬-৭৭, ১১৩৪/৭৬-৭৭,১১৪৪-৭৬/৭৭ ও ১১৪৭/৭৬-৭৭ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীকের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীক নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

৬) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীকপক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমির অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>

৭) প্রার্থীপক্ষ মামলা প্রমানার্থে ০১ জন মৌখিক সাক্ষী **গোপাল কৃষ্ণ দাশ (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং **Pt.W.1 কর্তৃক** দাখিলীয় দলিলাদি প্রদর্শনী- ১- ১৩ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ জন মৌখিক সাক্ষী ধলঘাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মোঃ মহিউদ্দিন (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং তাহার দাখিলীয় দলিল প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হয়। এছাড়া কোর্ট সাক্ষী হিসাবে ১১ নং কেলিশহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সরোজ কান্তি সেন C.W.1 হিসাবে এবং মোঃ নুরুল ইসলাম C.W.1 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার দাখিলীয় ও স্বাক্ষরিত ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদ ১৩ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

৮) মূল আলোচনার পূর্বে প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করে নেয়া যাক। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 হিসাবে প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ দাশ সাক্ষ্য প্রদান করেন। Pt.W.1 তার দরখাস্তের বক্তব্য অনুসমর্থন করিয়া হুবহু তার জবানবন্দিতে তুলে ধরেছেন। বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এড়াতে তাহার জবানবন্দির উক্ত বক্তব্য উদৃত করা হতে বিরত থাকলাম। তবে তাহার জবানবন্দির মূল বক্তব্য হলো তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক যারা ভারতবাসী হয়েছেন তিনি তাদের ত্যজ্য সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে সহ-অংশীদার ও দখলকার থাকায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি তিনি অবমুক্তি পাবার অধিকারী হন।

৯) Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। মৈতলা মৌজার আর এস **৬১,৫৯, ৭২, ৭৪, ৭৮, ৯৯, ৩৪৩, ৪৭০,৭১১,৭৬২,৬৮৬** নং খতিয়ান	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। একই মৌজার বি এস ২৮, ১৮৭, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ২৩১, ২৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪২৬, ৫১২, ৫৬৩ নং	প্রদর্শনী ২ সিরিজ

খতিয়ানের সি.সি	
৩। উত্তর সমুরা মৌজার আর এস ৭৩৯ খতিয়ান ও বি এস ১২৯ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ৩ ও ৪
৪। উত্তরভুষি মৌজার আর এস ২১, ৭১, ১৯০, ৪৪০, ৪৪৬, ৫২০, ৫২৪, ৫৮৭, ৬০৭, ৬১৬, ৬৭১, ৭৪০ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৫। একই মৌজার বি এস ১৭, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১৮০, ২৩২, ২৩৪, ২৩৩, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৭, ৩৭৮ ও ৩৮৪ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৬ সিরিজ
৬। জাতীয় পরিচয়পত্র এর ফটোকপি	প্রদর্শনী-৭
৭। ওয়ারীশ সনদপত্র	প্রদর্শনী- ৮ সিরিজ
৮। অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত বাংলাদেশ গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী- ৯
৯। আর এস ১৪৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-১০
১০। খাজনার দাখিলা ০৭ ফর্দ	প্রদর্শনী-১১ সিরিজ
১১। ১৮/১২/১৯৬৯ ইং তারিখের ৭২৭৪ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-১২
১২। কেলিশহর ইউ পি প্রদত্ত ওয়ারীশ সনদপত্র ১৯ ফর্দ	প্রদর্শনী-১৩ সিরিজ

১০) প্রতিপক্ষের জেরায় Pt.W.1 বলেন হিমাংশু, মনিন্দ্র ,মহেন্দ্র ও চন্দ্র কুমার তার কাকা ও জেঠা এবং জেঠাতো ভাই হন। তার নামে লীজ নেই। ১ নং তফসিলে তার জেঠার সম্পত্তি অর্পিত হয়। আর এস রেকর্ডী যোগেন্দ্রের স্বত্ব বিক্রি হয়েছে। মহেন্দ্র হতে অশ্বিনী, নলিনী অজিত সুজিৎ রনজিত গং পায়। তবে তাদের কোন ওয়ারীশ নেই। সুরেন্দ্র লাল এর ওয়ারীশ গৌরাঙ্গ লাল, নিতাই দাশ ও গোপাল কৃষ্ণ দাশ। তিনি বলেন যে তারা বৈশ্য বর্ণ। দে উপাধির ব্যক্তিরা দাশ থেকে অনেক উঁচু বর্ণের। তিনি বলেন যে প্রসন্ন কুমারী তার পিতার বড় জেঠিমা। প্রসন্ন কুমারী তার ঠাকুর মা হন। তিনি আরো বলেন আর এস রেকর্ডী যোগেন্দ্রের ২ কন্যা আছে খুকু ও মঞ্জু রানী। যোগেন্দ্র মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের কোন সম্পত্তি গেজেটভুক্ত হয়নি মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। জেরাতে তিনি প্রসন্নকুমারী কবে মারা জানেন না বলেন। প্রসন্নকুমারীর স্বামী মরনে তার নামে আর এস খতিয়ান হয়। জগবন্ধুর ওয়ারীশ মনিন্দ্র ও হীমাংশুর কোন ওয়ারীরশ এদেশে নেই। সুরেন্দ্রের ওয়ারীশ তিনজন গৌরাঙ্গ নীতেশ ও গোপাল। গৌরাঙ্গ ও নিতেশ অবিবাহিত মারা যায়। তিনি বলেন যে তার পিতারা ০৪ ভাই ছিল। তারা দাশ বংশের । আর এস রেকর্ডী যারা তারা দে বংশীয়। তিনি বলেন যে তারা টাইটেল পরিবর্তন করেছন তবে কোন এফিডেভিট করেননি। তার দাখিলীয় ওয়ারীশসনদপত্র গুলো ইউপি রেজিষ্টারে নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তার ওয়ারীশ সনদপত্রগুলোর কোন স্মারক নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। জেরাকালে তিনি আরো বলেন তিনি যে খাজনার দাখিলাগুলো দাখিল করেছেন সেগুলো তার নামে। তিনি তার বাবা ঠাকুরদাদা সহ পূববর্তীদের ওয়ারীশ সনদপত্র দিয়েছেন। তিনি তার বাবার জেঠা কাকা ও কাকাতো ভাইয়ের সম্পত্তি দাবি

করেন। তিনি বলেন যে ৭২৭৪ নং কবলামুলে তিনি মৈতলা মৌজার সম্পত্তি দাবি করেন। সরকারপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত সকল সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।

১১) C.W.1 সরোজ কান্তি সেন ১১ নং কেলিশহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি জেরাতে বলেন তার আগে চেয়ারম্যান ছিল জসিম উদ্দিন। দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র জসিম উদ্দিনের ইস্যুকৃত। মেম্বার নুরুল ইসলামের সাক্ষর আছে। দাখিলীয় ১৯ ফর্দ ওয়ারীশ সনদপত্র তার স্বাক্ষরিত। উক্ত ওয়ারীশ সনদপত্র ও তথায় সাক্ষর প্রদ ১৩ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হলো।

১২) সরকারপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরায় তিনি বলেন ২৮/০৪/২০১৯ ইং তারিখে সনদপত্র গুলো ইস্যু করেন। সাক্ষী কৃর্তক উপস্থাপিত ২০১৯ সনের বালাম বহির ১২৪-১৪২ নং ক্রমিকে উক্ত ওয়ারীশ সনদপত্র সমূহ ইস্যুর তথ্য পাওয়া গিয়াছে। সনাক্তকারী ছিলেন স্থানীয় ওয়ার্ড সদস্য নুরুল ইসলমা। তিনি বলেন যে তিনি যাদের ওয়ারীশ সনদপত্র ইস্যু করেছেন তাদের মধ্যে গোপাল কৃষ্ণের জ্ঞাতী গোষ্ঠির লোকজন রয়েছে। মহেন্দ্রের মৃত্যু ০৭/১০/১৯৬৮ লেখা আছে যাহার তথ্য তার আত্মীয়রা দিয়েছে। তিনি সঠিকভাবে যাচাই বাছাই না করে তৃতীয় ব্যাক্তিদের মিথ্যা ও ভুয়া ওয়ারীশ হিসাবে দেখিয়েছেন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১৩) C.W.2 মোঃ নুরুল ইসলাম কেলিশহর ইউপি এর ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য। তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে তিনি ১৯91 সন থেকে ওয়ার্ড মেম্বার। নথিতে রক্ষিত ওয়ারীশ সনদপত্রগুলো তিনি ইস্যু করেছিলেন। তিনি বলেন তাদের ইস্যুকৃত ওয়ারীশ সনদপত্র গুলো সঠিক। ইস্যুকৃত ওয়ারীশ সনদপত্রগুলোতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন যা প্রদ ১৩ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হলো।

১৪) জেরাতে তিনি বলেন ২০১৬ সনের পর থেকে তার ওয়ারীশ সনদপত্রগুলো বালামূভূক্ত করা শুরু করেন। তবে এ সংক্রান্তে কোন নির্দেশনা বা পরিপত্র তার কাছে নেই। যাদের ওয়ারীশ সনদপত্র দিয়েছেন তা মৈতলা সাকিনের বাসিন্দা। তিনি বলেন রাধা রামের মৃত্যু তারিখ বিষয়ে তারা প্রার্থীক ও আশেপাশের লোকজন হতে শুনেছেন। ওয়ারীশ সনদপত্রগুলো প্রার্থীকের কথায় ইস্যু করেছেন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। কাল্পনিক ব্যাক্তিদের কে প্রার্থীকের ওয়ারীশ হিসাবে দেখিয়েছেন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১৫) অপরদিকে প্রতিপক্ষে Op.W.1 হিসাবে পটিয়া থানার ধলঘাট ভুমি অফিসের ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা মোঃ মহিউদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডী মালিক ও তাদের ওয়ারীশগণ পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারত চলে যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তি ক তফসিল সম্পত্তি হিসাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়। ৯৩৯, ৯৪০, ১১০৫, ১১০৩, ১১০১ নং ক্রমিকে অর্ন্তভুক্ত হয়। সরকার ১১ টি ভিপি মামলা মুলে তফসিলোক্ত সম্পত্তি একসনা ইজারা প্রদান করেছে। নালিশী ভুমি সরকারী সম্পত্তি । প্রার্থীপক্ষ তা ফেরত পাবে না। প্রতি পক্ষে দাখিলী মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতাপত্র **(প্রদর্শনী- ক)** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১৬) Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে, যাদের কে লিজ দেয়া হয়েছে তারা আর এস রেকর্ডী যোগেন্দ্র মোহন গং দের ওয়ারীশ কিনা তা তার জানা নেই। লীজ গ্রহীতাদের মধ্যে কে কে মামলা করেছে তা তার জানা নাই। আর এস রেকর্ডীগণ সহদর ভ্রাতা কিনা বা পরস্পর চাচাতো জেঠাতো ভ্রাতা কিনা জানেন না। প্রার্থীক আর এস রেকর্ডী সুরেন্দ্র লালের ওয়ারীশ কিনা জানেন না। নালিশী ৪৬ শতক জায়গা লিজগ্রহীতা অনিলের দখলে। প্রার্থীক যাদের জমি অর্পিত হয়েছে তাদের আত্মীয় ও নালিশী ৬.১৬ একর ভূমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১৭) উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। **গোপাল কৃষ্ণ দাশ (Pt.W.1)** এবং **মোঃ মহি উদ্দিন (Op.W.1)** দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে বর্ণিত বক্তব্যকে সমর্থন করে জবানবন্দি দিয়েছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষ মৈতলা, উত্তর সমুরা ও উত্তর ভুষী মৌজাস্থ ১-১২ নং তফসিলোক্ত ৬.১৬$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন।

১৮) **প্রার্থীকপক্ষের দাবিকৃত ১ নং তফসিলোক্ত মৈতালী মৌজার** (৪০+ ৬)= ৪৬ শতক ভূমি আর এস ৮৮৬ ও ৫৩৯ নং খতিয়ান অন্তর্গত মর্মে দৃষ্ট হয়। আর এস ৮৮৬ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী ১(ঞ)] হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানে উপরিস্থ মালিক ছিলেন চন্দ্র কুমার দাশ, মনীন্দ্র লাল দে গং এবং যোগেন্দ্র লাল দে গং এবং অধীনস্থ রায়ত ছিলেন চারুবালা দাস জং-মনীন্দ্র লাল দাশ, বীরেন্দ্র লাল পিতা- উমাচরণ দাস ও হরসুন্দরী দে ছিলেন। আবার আর এস ৫৩৯ নং খতিয়ানে ফটোকপি হতে পাই, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন বিশ্বম্বর দে এর ০৪ পুত্র যোগেন্দ্র মোহন, মহেন্দ্র লাল, সুরেন্দ্র লাল ও চন্দ্র কুমার এবং জগবন্ধু দে এর ০২ পুত্র মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল। গেজেটের ফটোকপি প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, মনিন্দ্র লাল দাশ ও হিমাংশু বিমল দাশ ভারতবাসী হলে উক্ত ১ নং তফসিলোক্ত ৪৬ শতক সম্পত্তি ভি.পি কেস নং ১১৪৭/৭৬-৭৭ মূলে গত ০৭/০৫/১৯৭৭ ইং তারিখে অর্পিত হয়। কিন্তু উক্ত সম্পত্তির বি এস খতিয়ান নং ১৮৯ প্রদর্শনী-২(ঘ) ও বি এস খতিয়ান নং-৫১২ প্রদর্শনী-২(ঠ) পর্যালোচনায় মনিন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল ভারতবাসী হয়েছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রার্থীকপক্ষেরই দাখিলী বি এস ৩৩৩ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ঝ) পর্যালোচনায় মনিন্দ্র লাল দাশ ও হিমাংশু বিমল দাশ যে ভারতবাসী হন উহার সত্যতা পাওয়া যায়। সুতরাং মনিন্দ্র লাল দাশ ও হিমাংশু বিমল দাশ ভারতবাসী মর্মে গেজেটের তথ্য সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯) প্রার্থীকপক্ষে দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র **প্রদর্শনী-৮(গ)** দৃষ্টে তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস মালিকদের পূর্ববর্তী বিশ্বম্বর দে, গোলক চন্দ্র দে ও পিতাম্বর দে পরস্পর আপন ভ্রাতা ছিলেন। প্রদর্শনী-৮(ঘ) হতে প্রমাণিত যে বিশ্বম্বর দে ০৪ পুত্র ছিল যথা যোগেন্দ্র মোহন, মহেন্দ্র লাল, সুরেন্দ্র লাল ও চন্দ্র কুমার। আবার প্রদর্শনী-৮(চ), ৮(ছ) ও ৮(জ) হতে প্রতীয়মান হয়, গোলক চন্দ্র দে মরনে পুত্র জগবন্ধু থাকে এবং জগবন্ধু মরনে ২ পুত্র মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল ওয়ারীশ থাকে এবং পিতাম্বর দে মরনে স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী ওয়ারীশ থাকে। মৈতলা মৌজার আর এস ৫৯ খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১(ক) ও উত্তরভুষি

মৌজার আর এস ৪৪৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৫(ঘ) পর্যালোচনা করলে উক্ত বংশক্রমের সত্যতা পাওয়া যায়।

২০) আবার প্রদর্শনী ৮(ড) হতে প্রতীয়মান হয় বিশ্বম্বর দে এর পুত্র মহেন্দ্র মরনে ৫ পুত্র ছিল যথা অশ্বীনি কুমার দাশ, নিহার রঞ্জন দাশ, অজিত কুমার দাশ সুজিত কুমার দাস ও রঞ্জিত কুমার দাশ। উত্তরভূষী মৌজার বি এস ২৩৩ নং খতিয়ান ৬(ছ) হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে সুরেন্দ্র লাল মরনে ৩ পুত্র গোপাল চন্দ্র দাস (প্রার্থীক), নিতাই চন্দ্র দাস ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস থাকে। প্রদর্শনী-৮(ক) ও বি এস ১৮৬ খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ক) হতে উক্ত বংশক্রমের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বম্বর এর পুত্র চন্দ্র কুমার দে মরনে এক পুত্র বিমল চন্দ্র দাস ওয়ারীশ থাকে। ওয়ারীশ সনদ প্রদর্শনী-৮(ট) ও উত্তর ভূষি মৌজার বি এস ৯৬ খতিয়ান প্রদর্শনী-৬(খ) পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ওয়ারীশ সনদ প্রদর্শনী ৮(ঙ) ও ৮(চ) হতে পাই যে পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী নিঃসন্তান মৃত্যুবরণ করেছিলেন। প্রদশর্নী-৮ হতে প্রতীয়মান প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ দাশ এর অপর দুই ভ্রাতা গৌরাঙ্গ দাশ ও নিতাই দাশ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

২১) সরকার প্রতিপক্ষ প্রার্থীকগনের পূর্ববর্তী আর এস রেকর্ডীগণের উপাদী ”দে” ও প্রার্থীকগনের পিতা বা কাকা গনের উপাদী “দাশ” হওয়ায় আর এস রেকর্ডীদের সাথে প্রার্থীকের পূর্ববর্তীদের কোন সম্পর্ক না থাকার দাবি করেছেন। কিন্তু আর এস ও বি এস খতিয়ান সমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রার্থীকগনের পূর্ববর্তী আর এস রেকর্ডী যোগেন্দ্র মোহন গং দের পূর্ববর্তী বিশ্বাম্বর দে, জগবন্ধু দে পিতাম্বর দে গং দের উপাদী “দে” ছিল এবং পরবর্তীতে তাদের পরবর্তী ওয়ারীশগণ অর্থাত যোগেন্দ্র গং, মনিন্দ্র লাল দাস গং এবং বিমল দাশ “দাশ” উপাদী গ্রহন করেছেন। এখানে দে ও দাশ উপাদীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলত আর এস রেকর্ডীগণ ও প্রার্থীকের পূর্ববর্তীগণ একই বংশীয় ও রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্বীয় স্বজন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

২২) প্রদর্শনী-৯ গেজেট ও বি এস খতিয়ান সমূহ হতে প্রতীয়মান হয়, মহেন্দ্র লাল এর ৫ পুত্র অশ্বিনী কুমার গং, চন্দ্র কুমার এর পুত্র বিমল দাশ, জগবন্ধুর পুত্র মনিন্দ্র লাল দাস ও হিমাংশু বিমল দাশ ও প্রসন্ন কুমারী ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত হয়। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় মনিন্দ্র দাশ ও হিমাংশু বিমল এর কোন উত্তরাধিকারী বাংলাদেশে বসবাসরত নেই এবং ভারতবাসী প্রসন্ন কুমারী নিঃসন্তান মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র সুরেন্দ্রের পুত্র প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ এবং প্রার্থীকের স্বীকৃতমতে যোগেন্দ্র লাল এর কন্যা মঞ্জুরানী গং এদেশে বসবাসরত আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু দায়ভাগ মতে প্রার্থীকের উপস্থিতিতে যোগেন্দ্রের কন্যা গং এর সম্পত্তি দাবিদার হবেন না বলে আমি মনে করি।_সার্বিক পর্যালোচনায় ভারতবাসী অশ্বিনী কুমার গং এর পিতা মহেন্দ্র লাল, প্রার্থীকের পিতা সুরেন্দ্র লাল এবং ভারতবাসী বিমল দাশ এর পিতা চন্দ্র কুমার পরস্পর আপন ভ্রাতা হওয়ায় ভারতবাসী অশ্বিনী কুমার গং ও বিমল দাশ সম্পর্কে প্রার্থীকের আপন কাকাতো ভ্রাতা হন। আবার মনিন্দ্র লাল দাস ও হীমাংশু বিমল দাশের পিতা জগবন্ধু এবং প্রার্থীকের পিতা সুরেন্দ্র পরস্পর আপন কাকাতো ভ্রাতা হওয়ায় প্রার্থীক মনিন্দ্র লাল দাস

গং দের খুড়ুতোতো ভাই (Paternal Grand Uncle's son) হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী নিঃসন্তান মরনে তৎ স্বত্ব স্বামীর উত্তরাধিকারীগনের উপর বর্তাবে বলে আমি বিবেচনা করি। সুতরাং প্রার্থীক **১ নং তফসিলোক্ত ৪৬ শতক ভুমির মালিক মনিন্দ্র লাল দাস ও হিমাংশু বিমল দাস এর** Paternal Grand Uncle's son **হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তি সহ-অংশীদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৩) **২ নং তফসিলোক্ত** ১.০৯ একর সম্পত্তি মৈতালী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ৭২ , ৪৭০, ৭৮, ৯৯, ৭৬২, ৭১১, ৫৯, ৮৮৬ নং খতিয়ান অন্তর্গত হয়। প্রার্থীপক্ষে দাখিলী উক্ত আর এস খতিয়ানসমূহের সি.সি প্রদর্শনী-১(খ), ১(ছ), ১(ঘ), ১(ঙ), ১(ঝ), ১(জ), ১(ক) এবং প্রদর্শনী-১(ঞ) হতে দেখা যায়, আর এস ৬৮৩,৬৫৭, ১১৩২, ১১৫৮, ৬৭৩, ৬৬০, ৬৭৭, ৭৪২, ১১৫৭ নং দাগের সম্পত্তির মালিক ছিলেন জগবন্ধু দে এবং তৎ দুই পুত্র মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল দে। প্রদর্শনী-৯ হতে দেখা যায়, উক্ত ১.০৯ একর সম্পত্তি মনিন্দ্র লাল দাশ ও হিমাংশু বিমল দাশ এর ছিল এবং ভি.পি কেস নং ১১৪১/৭৬-৭৭ মূলে গত ১৫/০৫/১৯৭৭ ইং তারিখে উহা অর্পিত হয়। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মনিন্দ্র ও হিমাংশু বিমল এর Paternal Grand Uncle's son হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের এদেশীয় উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ১০৯ শতক সম্পত্তি সহ-অংশীদার হিসাবে পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৪) ৩ নং তফসিলোক্ত ৮৮ শতক সম্পত্তি মৈতালী মৌজার আর এস ৭২ ও ৫৯ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। দাখিলী উক্ত আর এস খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১(খ) ও প্রদর্শনী-১(ক) হতে দেখা যায় আর এস ৬৯০, ৭৪৪, ১১০৯ নং দাগাদির সম্পত্তিতে মালিক ছিলেন জগবন্ধু দে এর পুত্র মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল। প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত মনিন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল এর স্বতীয় উক্ত ৮৮ শতক ভুমি ভি.পি কেস নং ৫৩/৭৪-৭৫ মূলে গত ২০/০৯/১৯৭৪ ইং তারিখে অর্পিত হয়। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মনিন্দ্র ও হিমাংশু বিমল এর Paternal Grand Uncle's son হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ৮৮ শতক সম্পত্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৫) ৪ নং তফসিলোক্ত ২৭ শতক সম্পত্তি মৈতালী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ৭২, ৭৪, ৬১ ও ৭৬২ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী-১(খ) ও ১(গ), প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত খতিয়ানভুক্ত ১১৫৪, ৭৩৮, ৭৪৭, ৭৪৯ নং দাগাদির সম্পত্তিতে মালিক ছিলেন পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী এবং প্রদর্শনী-১(ঝ) হতে পাই যে, আর এস ৭৬২ খতিয়ানের ৬৬১ নং দাগের সম্পত্তির মালিক ছিলেন যোগেন্দ্র মোহন গং ও মনিন্দ্র লাল গং। দাখিলী গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ৯৪২ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ৪ নং তফসিলোক্ত ২৭ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন বিশ্বম্বর দাশ এর পুত্র মহেন্দ্র লাল দাশ ও চন্দ্র কুমার দাশ এবং ভি.পি কেস নং ১১৪৪/৭৬-৭৭ মূলে গত ১৪/০১/১৯৭৭ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মহেন্দ্র দাশ ও চন্দ্র কুমার দাশ গং দের আপন ভ্রাতুষপুত্র সূত্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ২৭ শতক সম্পত্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৬) 5 নং তফসিলোক্ত ৮৯ শতক সম্পত্তি মৈতালী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ৭২, ৫৯, ৯৯, ৩৪৩ ও ৪৭০ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। উক্ত আর এস খতিয়ানসমূহের সি.সি প্রদর্শনী-১(খ), ১(ক), ও ১(ঙ), ১(চ) ও প্রদর্শনী-১(ছ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ৭৪৩, ৬৮২, ৬৮৮, ৭৩০ নং দাগাদির সম্পত্তিতে মালিক ছিলেন বিশ্বাম্বর দে এর ৪ পুত্র যোগেন্দ্র মোহন, মহেন্দ্র লাল, সুরেন্দ্র কুমার ও চন্দ্র কুমার। এছাড়া আর এস ১১০৮, ৬৮৭, ৭৫৩, ৫৫৪ নং এবং আর এস ৬৭২, ১১১২ ও ১১৩৩ নং দাগাদির সম্পত্তির মালিক ছিলেন উক্ত যোগেন্দ্র গং ও পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী। দাখিলী গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ৯৪৩ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ৫ নং তফসিলোক্ত ৮৯ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন চন্দ্র কুমার দাসের পুত্র বিমল চন্দ্র দাশ এবং মহেন্দ্র লাল দাশের পুত্র অশ্বিনী কুমার দাশ ও নীহার দাশ। ভি.পি কেস নং ১১৪৫/৭৬-৭৭ মূলে গত ১২/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখে তাদের উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। উল্লেখ্য যে গেজেটে বর্নিত তফসিলের শেষে আর এস ৯ ও ৭৯৭ দাগের (.০৭ + .১০) = ১৭ শতক ভুমি ভুলক্রমে লিপি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত আর এস ও বি এস খতিয়ান বা দাগ নম্বর প্রার্থীকপক্ষ হতে দাখিল করা হয়নি। উক্ত ১৭ শতক বাদে ৫ নং তফসিলের সম্পত্তির সঠিক পরিমান (৮৯-১৭) = ৭২ শতক হবে মর্মে আমি বিবেচনা করি। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত বিমল চন্দ্র দাশ এবং অশ্বিনী কুমার দাশ ও নীহার দাশ গং দের আপন কাকাতো ভ্রাতা সূত্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ৮৯ শতক সম্পত্তি মধ্যে ৭২ শতক সম্পত্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৭) ৬ নং তফসিলোক্ত ১৮ শতক সম্পত্তি মৈতালী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ৩৪৩ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। দাখিলী উক্ত খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১(চ) হতে পাই যে উক্ত খতিয়ানভুক্ত ১১৪৩ নং দাগাদির সম্পত্তি পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারীর ছিল। প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, প্রসন্ন কুমারীরর উক্ত ১৮ শতক সম্পত্তি ভি.পি কেস নং ১/৭৭-৭৮ মূলে গত ২২/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখে সম্পত্তি অর্পিত হয়। উপরের আলোচনা হতে পেয়েছি যে, পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রসন্ন কুমারীর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তৎ স্বত্বীয় সম্পত্তি তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ বরাবর বর্তাবে দায়ভাগ নীতি অনুসারে। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীক পিতাম্বর দে এর ভ্রাতুষপুত্রের পুত্র হিসাবে তফসিলোক্ত ১৮ শতক সম্পত্তি দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৮) ৭ নং তফসিলোক্ত ৭ শতক সম্পত্তি উত্তর সমুরা মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ৭৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৩ মতে আর এস ১৫৩৫ নং দাগ সম্পত্তিতে মালিক ছিলেন যোগেন্দ্র মোহন গং ও মনীন্দ্র লাল গং। দাখিলী গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয় ৯৪৮ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ৭ নং তফসিলোক্ত ৭ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল এবং ভি.পি কেস নং ৫৩/৭৪-৭৫ মূলে গত ২০/০৯/১৯৭৪ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মনিন্দ্র ও হিমাংশু বিমল এর Paternal Grand Uncle’s son

হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ৭ শতক সম্পত্তি পাবার অধিকারী হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৯) ৮ নং তফসিলোক্ত ৬০.৫০ শতক সম্পত্তি উত্তর ভুষী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ২১, ৬১৫ ও ৬০৭ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। দাখিলী উক্ত আর এস ২১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ১১৩ ও ১১৫ নং দাগে মালিক ছিল যোগেন্দ্র গং। আর এস ১১৪ ও ১১৮ দাগে রসিক চন্দ্র, আর এস ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, নং দাগ সম্পত্তিতে অংশ অনুপাতে মালিক ছিলেন প্রসন্নকুমারী, যোগেন্দ্র মোহন গং ও জগবন্ধু। আবার দাখিলী আর এস ৬১৫ ও ৬০৭ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫(ঝ) ও ৫(জ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ১২২ ও ১৩৯ নং দাগ সম্পত্তিতে এবং আর এস ১২৪ ও ১২১ নং দাগের সম্পত্তিতে মালিক ছিল যোগেন্দ্র মোহন গং, জগবন্ধু ও প্রসন্নকুমারী। দাখিলী উত্তর ভুষী মৌজার গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ১১০৩ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ৮ নং তফসিলোক্ত ৬০.৫০ শতক সম্পত্তির মালিক জগবন্ধুর পুত্র মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল কে দেখানো হয়েছে এবং ভি.পি কেস নং ১১৩২/৭৬-৭৭ মূলে গত ২৭/০৪/১৯৭৭ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। উল্লেখ্য যে গেজেটে প্রকাশিত আর এস ১১৪ ও ১১৮ দাগের সম্পত্তির প্রকৃত আর এস মালিক রসিক চন্দ্র হলেও তাহার সম্পত্তি জগবন্ধুর পুত্রদের স্বত্বীয় সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে যা ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে উক্ত ১১৪ ও ১১৮ দাগের সম্পত্তি ভারতবাসী মনীন্দ্র ও হিমাংশুর স্বত্বীয় নয় বিধায় অত্র তফসিলে প্রকৃত সম্পত্তির পরিমান (৬০.৫০-৩) = ৫৭.৫০ শতক হইবে বলে আমি বিবেচনা করি। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মনিন্দ্র ও হিমাংশু বিমল এর Paternal Grand Uncle's son হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ৬০.৫০ শতক আন্দরে ৫৭.৫০ শতক সম্পত্তি সহ-অংশীদার হিসাবে দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩০) ৯ নং তফসিলোক্ত ৪৪.৫০ শতক সম্পত্তি উত্তর ভুষী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ১৯০, ৪৪০ ও ৬৭১, ৭৪০ ও ৫২০ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। দাখিলী উক্ত আর এস ১৯০ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ৪৯০ ও ৪৯৫ নং দাগে মালিক ছিল যোগেন্দ্র গং। আর এস ৪৪০ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(গ) এর আর আর এস ৪৮৯ দাগের মালিক ছিল উক্ত যোগেন্দ্র গং, প্রসন্ন কুমারী ও জগবন্ধু। আবার দাখিলী আর এস ৬৭১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫(ঞ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস নং দাগ সম্পত্তিতে মালিক ছিলেন যোগেন্দ্র গং। আর এস ৭৪০ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(ড) আর এস $\frac{৪০৪}{১১২৫}$ নং দাগের মালিক ছিল জগবন্ধু। আর এস ৫২০ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(ঙ) এর আর এস $\frac{৪৬৪}{১১৩৬}$ নং দাগের একক মালিক ছিল যোগেন্দ্র গং। দাখিলী উত্তর ভুষী মৌজার গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ১১০৫ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ৯ নং তফসিলোক্ত ৪৪.৫০ শতক সম্পত্তির মালিক হিসাবে বিশ্বম্বর দাশের পুত্র মহেন্দ্র লাল দাশ ও চন্দ্র কুমার দাশ কে দেখানো হয়েছে এবং ভি.পি কেস নং ১১৩৪/৭৬-৭৭ মূলে গত ২৯/০৪/১৯৭৭ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি

অর্পিত হয়। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মহেন্দ্র দাশ ও চন্দ্র কুমার দাশ গং দের আপন ভ্রাতুষপুত্র সূত্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ৪৪.৫০ শতক সম্পত্তি সহ-অংশীদার সূত্রে পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩১) **১০ নং তফসিলোক্ত ১৮ শতক সম্পত্তি** উত্তর ভুষী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ৫৮৭ ও ৭১ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। দাখিলী উক্ত আর এস ৫৮৭ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫(ছ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ৭৫ নং দাগের সম্পত্তির মালিক ছিল যোগেন্দ্র গং এবং আর এস ৭১ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(ক) এর আর আর এস ১৮১ নং দাগের মালিক ছিল উক্ত যোগেন্দ্র গং, প্রসন্ন কুমারী ও জগবন্ধু। দাখিলী উত্তর ভুষী মৌজার গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ১১০৭ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ১০ নং তফসিলোক্ত ১৮ শতক সম্পত্তির মালিক হিসাবে বিশ্বম্বর দাশের পুত্র মহেন্দ্র লাল দাশ ও চন্দ্র কুমার দাশ কে দেখানো হয়েছে এবং ভি.পি কেস নং ১১৪৪/৭৬-৭৭ মূলে গত ১৪/০১/১৯৭৭ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মহেন্দ্র দাশ ও চন্দ্র কুমার দাশ গং দের আপন ভ্রাতুষপুত্র সূত্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ১৮ শতক সম্পত্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩২) ১১ নং তফসিলোক্ত ১০৫.৫০ শতক সম্পত্তি উত্তর ভুষী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ২১, ৬১৫, ৭১, ৬০৭, ৫২৪, ৪৪০, ও ৪৪৬ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। দাখিলী উক্ত আর এস ২১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ১১৩ ও ১১৫ নং দাগে মালিক ছিল যোগেন্দ্র গং। আর এস ১১৪ ও ১১৮ দাগে রসিক চন্দ্র, আর এস ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, নং দাগ সম্পত্তিতে অংশ অনুপাতে মালিক ছিলেন প্রসন্নকুমারী, যোগেন্দ্র মোহন গং ও জগবন্ধু। আবার দাখিলী আর এস ৬১৫ ও ৬০৭ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫(ঝ) ও ৫(জ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ১২২ ও ১৩৯ নং দাগ সম্পত্তিতে এবং আর এস ১২৪ ও ১২১ নং দাগের সম্পত্তিতে মালিক ছিল যোগেন্দ্র মোহন গং, জগবন্ধু ও প্রসন্নকুমারী। আর এস ৭১ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(ক) এর আর আর এস ১৪২, ১৮১ ও ১৯৮ নং দাগের সম্পত্তিতে অংশমতে মালিক ছিল উক্ত যোগেন্দ্র গং, প্রসন্ন কুমারী ও জগবন্ধু। আর এস ৫২৪ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(চ) এর আর আর এস ১২৫ নং দাগের সম্পত্তিতে অংশমতে মালিক ছিল উক্ত প্রসন্ন কুমারী ও জগবন্ধু। যোগেন্দ্র গং উক্ত খতিয়ানে বেষ্টিত ছিল। আর এস ৪৪০ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(গ) এর আর এস ৪৮৯ নং দাগের সম্পত্তিতে অংশমতে মালিক ছিল উক্ত যোগেন্দ্র গং, প্রসন্ন কুমারী ও জগবন্ধু। আর এস ৪৪৬ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-৫(ঘ) এর আর আর এস ৭০৩ নং দাগে মালিক ছিল যোগেন্দ্র মোহন গং, $\frac{৭০৩}{১১৯০}$ দাগে মালিক ছিল জগবন্ধু , $\frac{৭০৩}{১১৯১}$ দাগে মালিক ছিল রমনী মোহন গং এবং $\frac{৭০৩}{১১৯২}$ নং দাগে মালিক ছিল প্রসন্ন কুমারী। দাখিলী উত্তর ভুষী মৌজার গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ১১০১ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ১১ নং তফসিলোক্ত ১০৫.৫০ শতক সম্পত্তির মালিক হিসাবে জগবন্ধুর পুত্র মনীন্দ্র লাল ও হিমাংশু বিমল কে দেখানো হয়েছে এবং ভি.পি কেস নং ১১০৯/৭৬-৭৭ মূলে গত ১৯/০৪/১৯৭৭ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। উল্লেখ্য যে

গেজেটে প্রকাশিত আর এস ১১৪ ও ১১৮ দাগের সম্পত্তির প্রকৃত আর এস মালিক রসিক চন্দ্র হলেও তাহার সম্পত্তি জগবন্ধুর পুত্রদের স্বত্বীয় সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে যা ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। $\frac{৭০৩}{১১৯১}$ দাগে মালিক রমনী মোহন গং এর সম্পত্তি মনীন্দ্র লাল দাশ গং এর নামে অর্পিত হওয়া ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে উক্ত ১১৪ ও ১১৮ ও $\frac{৭০৩}{১১৯১}$ দাগের সম্পত্তি ভারতবাসী মনীন্দ্র ও হিমাংশুর স্বত্বীয় নয় বিধায় অত্র তফসিলে প্রকৃত সম্পত্তির পরিমান (১০৫.৫০- ৬.৫০) = ৯৯.০০ শতক হইবে বলে আমি বিবেচনা করি। প্রার্থীক গোপাল কৃষ্ণ উক্ত মনিন্দ্র ও হিমাংশু বিমল এর Paternal Grand Uncle's son হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ১০৫.৫০ শতক আন্দরে ৯৯.০০ শতক সম্পত্তির দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৩) <u>**১২ নং তফসিলোক্ত**</u> ৪ শতক সম্পত্তি উত্তর ভুষী মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ১৯০ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। দাখিলী উক্ত আর এস ১৯০ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৫(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস $\frac{৩৯০}{১১২৩}$ নং দাগের উক্ত সম্পত্তির মালিক ছিল যোগেন্দ্র গং। দাখিলী উত্তর ভুষী মৌজার গেজেট প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয়, ১১০৮ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ১২ নং তফসিলোক্ত ৪ শতক সম্পত্তির মালিক হিসাবে মনিন্দ্র লাল ও সুধাংশু বিমল দাশ কে দেখানো হয়েছে এবং ভি.পি কেস নং ১১৪৭/৭৬-৭৭ মূলে গত ০৭/০৫/১৯৭৭ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয়। উল্লেখ্য যে গেজেটে প্রকাশিত তফসিলোক্ত সম্পত্তির মালিক উক্ত যোগেন্দ্র গং হলেও ভুলক্রম মালিক হিসাবে মনিন্দ্র লাল ও সুধাংশু বিমল দাশ এর নাম লিপি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যাইহোক, প্রার্থীক উক্ত যোগেন্দ্র গং দের আপন ভ্রাতুষপুত্র ও উক্ত মনিন্দ্র ও হিমাংশু বিমল এর Paternal Grand Uncle's son হওয়ায় ভারতবাসী মনিন্দ্র গং দের উত্তরাধিকারী হিসাবে তফসিলোক্ত ৪ শতক সম্পত্তির দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৪) অত্র মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যা আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। উপরের আলোচনায় আমরা পেয়েছি যে, মহেন্দ্র লাল এর ৫ পুত্র অশ্বিনী কুমার গং, চন্দ্র কুমার এর পুত্র বিমল দাশ, জগবন্ধু এর পুত্র **মনিন্দ্র লাল দে ও হিমাংশু বিমল দে এবং পিতাম্বর দে এর স্ত্রী প্রসন্ন কুমারী ভারতবাসী হওয়ায় তাদের সম্পত্তি ১২ টি** ভি.পি মামলা মূলে অর্পিত হয়। উক্ত ১২ টি ভি.পি মামলা পর্যালোচনায় দেখা যায় সবকটি ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পরবর্তী সময়কার অর্থাত ৭৪-৭৫, ৭৫-৭৬ ও ৭৬-৭৭ ইং সনের। প্রশ্ন হলো উক্ত সময়কালে কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত করার কোন সুযোগ বা আইনগত ভিত্তি আছে কিনা ? এ বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ **Saju Hossain Vs Bangladesh reported in 58 DLR (AD) 177** মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করে কোন ভি.পি মামলা চালু হলে, তা হবে সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র মামলায় দেখা যায় নালিশী

১-১২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি যে ১২ টি ভি.পি কেস মূলে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সবগুলোই ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পরে করা হয়েছে। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, নালিশী উক্ত ১-১২ নং তফসিলোক্ত **৬.১৬$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তি ভূমি** বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।

৩৫) **সার্বিক পর্যালোচনায় পেয়েছি যে** প্রার্থীক নালিশী ১-১২ নং তফসিলোক্ত **৬.১৬ একর সম্পত্তিতে** মৌরশীসূত্রে সহ-অংশীদার হবার দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে (৪৬+ ১০৯+ ৮৮+ ২৭+ ৭২+ ১৮+ ৭+ ৫৭.৫০+ ৪৪.৫০+ ১৮+ ৯৯+ ৪) = ৫৯০ শতক বা ৫.৯০ একর সম্পত্তিতে মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীক *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারায় বর্ণিতমতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার উপযুক্ত মালিক শ্রেনীভূক্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তফসিলোক্ত ভূমি মধ্যে ৫.৯০ একর ভূমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সার্বিক বিবেচনায় অত্র বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের অনুকুলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

<u>আদেশ</u>

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। দরখাস্ত বর্নিত নালিশী ১-১২ নং তফসিলোক্ত **৬.১৬$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তির মধ্যে হতে** (৪৬+ ১০৯+ ৮৮+ ২৭+ ৭২+ ১৮+ ৭+ ৫৭.৫০+ ৪৪.৫০+ ১৮+ ৯৯+ ৪) = ৫৯০ শতক বা ৫.৯০ একর সম্পত্তি প্রার্থীক এর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।